দৈনিক ইনকিলাব

১৬১

তারিখ ...10.OCT..1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩ ......

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি ॥

ছাত্র দলের ডাকে ধর্মঘট পালিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের আহবানে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। জহুরুল হক হলে একজন ছাত্রকে মারাত্মক আহত করা এবং তার স্ত্রীর স্বর্ণালংকার ছিনতাইয়ের ঘটনার প্রতিবাদ ও বিচার দাবীতে ছাত্র দল এ ধর্মঘট আহবান করে। ধর্মঘট চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি, প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি তেমন ছিল না। ধর্মঘট চলাকালে ছাত্র দল ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ছাত্র দল নেতৃবৃন্দ জহুরুল হক হলের ছিনতাই ঘটনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কলংকজনক ঘটনা বলে অভিহিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্নকারী এই ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবী জানান। তারা বলেন, অন্যথায় এর বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এদিকে, জহুরুল হক হল ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির রিপোর্ট জমাদানের নির্ধারিত সময়সীমা গতকাল শেষ হলেও কমিটি রিপোর্ট জমা দিতে পারেনি। কমিটি

১০-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য আরও ২ দিনের সময় নিয়েছে। তবে কমিটি প্রাথমিক তদন্তশেষে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরী করেছে বলে জানা গেছে। কমিটি তাদের অনুসন্ধানের বেশকিছু তথ্য এখনও পায়নি বলে জানা যায়। জহুরুল হক হলের ২৬০ নং কক্ষে ছিনতাই ও অপ্রীতিকর ঘটনার সময় ঐ কক্ষে উপস্থিত টোকাই ছেলেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবতঃ তাকে হল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ঐ ঘটনায় আহত ছাত্র সারোয়ার হোসেন হাসপাতাল ছেড়ে গেছে। তদন্ত কমিটি সারোয়ারকে পাচ্ছে না। আর যে তরুণীটির স্বর্ণালংকার ছিনতাই হয়েছে তার সাথে সারোয়ারের বিবাহের আকদ পড়িয়েছিলেন হল মসজিদের ইমাম। তিনিও এখন ছুটিতে রয়েছেন। জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে কমিটি ইতোপূর্বে আলোচিত স্বপন ও সুমন নামের দুই যুবককেই ঐ ঘটনার মূল নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। সুমন ইতোমধ্যে গ্রেফতার হলেও স্বপনকে এখনও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

জহুরুল হক হলের ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল ধর্মঘট চলাকালে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ছাত্রদল নেতা আব্দুল খালেক, এবিএম মোশাররফ হোসেন সাহাবুদ্দীন লাল্টু, মনির হোসেন, আনসার আলী জয়, কাজী রফিক, নাসিরুদ্দীন অসীম, জাকির হোসেন, নুরুল হক জিতু প্রমুখ। তারা বলেন, সরকারের মদদে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল দখল করে বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় ছাত্র সমাজকে সোচ্চার হবার আহবান জানান।